

সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবানের অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, অদিতির পয়োব্রত অনুষ্ঠানে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য সহ অদিতির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে ভগবান তাঁর পুত্র হতে সম্মত হন।

অদिति দ্বাদশ দিবস ব্যাপী পয়োব্রত অনুষ্ঠান করলে, ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর সম্মুখে পীতবাসধারী চতুর্ভুজরূপে প্রকট হন। ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই অদिति গাত্রোখান করে প্রেমবিহ্বলা হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তখন আনন্দে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল এবং অঙ্গে কম্প, অশ্রু, পুলক আদি সাত্ত্বিক বিকার লক্ষিত হয়েছিল। তিনি ভগবানের স্তব করতে চাইলেও তা করতে পারলেন না এবং তার ফলে তিনি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর, প্রকৃতিস্থ হয়ে ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে, তিনি ধীরে ধীরে স্তব করতে লাগলেন। সর্বান্তর্যামী ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে স্বীয় অংশে অবতরণের দ্বারা তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ইতিমধ্যেই কশ্যপ মুনির তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে দেবতাদের পালন করার প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে ভগবান অন্তর্হিত হয়েছিলেন। ভগবানের আদেশ অনুসারে অদिति কশ্যপ মুনির সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। কশ্যপ মুনি সমাধিযোগে ভগবানকে তাঁর অন্তরে দর্শন করেছিলেন এবং অদিতির গর্ভে তাঁর বীৰ্য স্বাপন করেছিলেন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, অদিতির গর্ভে ভগবান প্রবেশ করেছেন। তাই তিনি তখন ভগবানের স্তব করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তা সাদিতী রাজন্ স্বভর্ত্রা কশ্যপেন বৈ ।

অম্বতিষ্ঠদ্ ব্রতমিদং দ্বাদশাহমতদ্রিতা ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; উক্তা—উপদিষ্ট হয়ে; সা—সেই দেবী; অদितिঃ—অদिति; রাজন্—হে রাজন্; স্ব-ভর্তা—তঁার পতির দ্বারা; কশ্যপেন—কশ্যপ মুনির দ্বারা; বৈ—বস্তুতপক্ষে; অনু—এইভাবে; অতিষ্ঠং—সম্পাদন করেছিলেন; ব্রতম্ ইদম্—এই পয়োব্রত; দ্বাদশ-অহম্—বারো দিন ব্যাপী; অতদ্রিতা—নিরলসভাবে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে স্বীয় পতি কশ্যপের দ্বারা উপদিষ্টা হয়ে, অদिति আলস্য পরিত্যাগ করে দ্বাদশ দিন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন প্রকার উন্নতি সাধন করতে হলে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জীবনে, সদগুরুর আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। অদिति তা করেছিলেন। তিনি নিষ্ঠা সহকারে তঁার পতি এবং গুরুর উপদেশ পালন করেছিলেন। বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। শিষ্যকে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনে সাহায্য করেন যে গুরুদেব, তঁার প্রতি পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। শিষ্য যখন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অবজ্ঞা করে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে, তৎক্ষণাৎ তার অধঃপতন হয় (যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি)। অদिति অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তঁার পতি এবং গুরুদেবের নির্দেশ পালন করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি সফল হয়েছিলেন।

শ্লোক ২-৩

চিন্তয়ন্ত্যেকয়া বুদ্ধ্যা মহাপুরুষমীশ্বরম্ ।

প্রগৃহ্যেन्द्रিয়দুষ্টাশ্চান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ ॥ ২ ॥

মনশ্চৈকাগ্রয়া বুদ্ধ্যা ভগবত্যখিলাত্মনি ।

বাসুদেবে সমাধায় চচার হ পয়োব্রতম্ ॥ ৩ ॥

চিন্তয়ন্তি—নিরন্তর চিন্তা করে; একয়া—একাগ্রতা সহকারে; বুদ্ধ্যা—এবং বুদ্ধি; মহা-পুরুষম্—ভগবানকে; ইশ্বরম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; প্রগৃহ্য—সম্পূর্ণরূপে সংযত করে; ইन्द्रিয়—ইন্দ্রিয়; দুষ্টা—দুর্দান্ত, শক্তিশালী; অশ্চান্—অশ্বদের; মনসা—

মনের দ্বারা; বুদ্ধি-সারথিঃ—বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে; মনঃ—মন; চ—ও; এক-
অগ্রয়া—একাগ্র হয়ে; বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির সাহায্যে; ভগবতি—ভগবানকে; অখিল-
আত্মনি—পরমাত্মা; বাসুদেবে—ভগবান বাসুদেবকে; সমাধায়—পূর্ণ মনোযোগ
সহকারে; চচার—সম্পাদন করেছিলেন; হ—এইভাবে; পয়ঃস্বতম্—পয়োব্রত।

অনুবাদ

পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে অদिति ভগবানের চিন্তা করে, বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে
মনরূপ রশ্মির দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বদের সংযত করেছিলেন। তিনি একাগ্র
চিন্তে ভগবান বাসুদেবে মন স্থির করে পয়োব্রত আচরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এটিই ভক্তিযোগের পন্থা।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাভ্যনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপমা ॥

“সকাম কর্ম অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জাগতিক লাভের বাসনা পরিত্যাগ
করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করাই শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ।” মানুষের
কর্তব্য কেবল বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মনকে একাগ্র করা (স বৈ মনঃ
কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ)। তার ফলে মন এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত হবে, এবং তখন পূর্ণরূপে
ভগবানের সেবায় নিজেকে যুক্ত করা যাবে। ভক্তকে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত
করার জন্য হঠযোগ অভ্যাস করতে হয় না; ভগবানের অনন্য ভক্তির ফলে তাঁর
মন এবং ইন্দ্রিয় আপনা থেকেই বশীভূত হয়ে যায়।

শ্লোক ৪

তস্যাঃ প্রাদুরভূৎ তাত ভগবানাদিপুরুষঃ ।

পীতবাসাশ্চতুর্ভাঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ—তাঁর সম্মুখে; প্রাদুরভূৎ—আবির্ভূত হয়েছিলেন; তাত—হে রাজন্;
ভগবান্—ভগবান; আদি-পুরুষঃ—আদি পুরুষ; পীত-বাসাঃ—পীত বসন পরিহিত;
চতুঃ-ভাঃ—চতুর্ভুজ; শঙ্খ-চক্র-গদা-ধরঃ—শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী।

অনুবাদ

হে রাজন্, তখন অদিতির সম্মুখে চতুর্ভুজ পীতবাস, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী
আদিপুরুষ ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

তং নেত্রগোচরং বীক্ষ্য সহসোথায় সাদরম্ ।

ননাম ভুবি কায়েন দণ্ডবৎপ্রীতিবিহুলা ॥ ৫ ॥

তম্—তাকে (ভগবানকে); নেত্র-গোচরম্—তঁার নেত্রের গোচরীভূত; বীক্ষ্য—দর্শন
করে; সহসা—সহসা; উথায়—উত্থিত হয়ে; স-আদরম্—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে;
ননাম—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; ভুবি—ভূমিতে; কায়েন—শরীরের দ্বারা;
দণ্ডবৎ—দণ্ডের মতো পতিত হয়ে; প্রীতি-বিহুলা—দিব্য আনন্দে অভিভূত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান যখন অদিতির নেত্রের গোচরীভূত হয়েছিলেন, অদिति তখন দিব্য আনন্দে
অভিভূত হয়ে সহসা উত্থিত হয়েছিলেন এবং তারপর দণ্ডবৎ ভূপতিত হয়ে
ভগবানকে তঁার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

সোথায় বদ্ধাঞ্জলিরীড়িতুং স্থিতা

নোৎসেহ আনন্দজলাকুলেক্ষণা ।

বভূব তৃষ্ণীং পুলকাকুলাকৃতি-

স্তদর্শনাত্যুৎসবগাত্রবেপথুঃ ॥ ৬ ॥

সা—তিনি; উথায়—উত্থিত হয়ে; বদ্ধ-অঞ্জলিঃ—করজোড়ে; রীড়িতুং—ভগবানকে
পূজা করার জন্য; স্থিতা—অবস্থিত; ন উৎসেহে—পারলেন না; আনন্দ—দিব্য
আনন্দের ফলে; জল—জলে; আকুল-ঈক্ষণা—তঁার চক্ষু পূর্ণ হয়েছিল; বভূব—
রইলেন; তৃষ্ণীম্—নীরব; পুলক—রোমাঞ্চিত কলেবরে; আকুল—বিহ্বল;
আকৃতিঃ—তঁার রূপ; তৎ-দর্শন—ভগবানের দর্শনের ফলে; অতি-উৎসব—অত্যন্ত
আনন্দে; গাত্র—তঁার শরীর; বেপথুঃ—কম্পিত হতে লাগল।

অনুবাদ

অদिति ভগবানের স্তব করতে সমর্থ না হয়ে কৃতাজ্জলিপুটে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর নয়নযুগল তখন আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল, সারা দেহে রোমাঞ্চের সঞ্চারণ হতে লাগল এবং ভগবানের দর্শনজনিত গভীর আনন্দে তাঁর শরীর কম্পিত হতে লাগল।

শ্লোক ৭

প্রীত্যা শনৈর্গদগদয়া গিরা হরিং

তুষ্ঠাব সা দেব্যাদিতিঃ কুরুদ্বহ ।

উদ্বীক্ষতী সা পিবতী চক্ষুষা

রমাপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ॥ ৭ ॥

প্রীত্যা—প্রেমের ফলে; শনৈঃ—বার বার; গদগদয়া—স্থলিত; গিরা—কণ্ঠে; হরিম্—ভগবানকে; তুষ্ঠাব—সন্তুষ্ট করেছিলেন; সা—তিনি; দেব্যী—দেবী; অদিতিঃ—অদिति; কুরু-উদ্বহ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; উদ্বীক্ষতী—বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখছিলেন; সা—তিনি; পিবতী ইব—যেন পান করছিলেন; চক্ষুষা—তাঁর চক্ষুর দ্বারা; রমা-পতিম্—লক্ষ্মীপতি ভগবানকে; যজ্ঞ-পতিম্—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবানকে; জগৎ-পতিম্—সমগ্র জগতের পতি ভগবানকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর সেই দেবী অদिति গভীর প্রেমে স্থলিত কণ্ঠে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন রমাপতি যজ্ঞেশ্বর জগৎপতিকে তাঁর চক্ষুর দ্বারা পান করছিলেন।

তাৎপর্য

পয়োব্রত পালন করার পর অদिति নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর পুত্রদের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করার জন্য ভগবান রমাপতিরূপে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তাঁর পতি কশ্যপের নির্দেশ অনুসারে পয়োব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং তাই তিনি যজ্ঞপতিরূপে ভগবানের চিন্তা করেছিলেন। তিনি তাঁর বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জগৎপতি ভগবানকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত দেখে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীঅদিতিরুবাচ

যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুত তীর্থপাদ

তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয় ।

আপন্নলোকবৃজিনোপশমোদয়াদ্য

শং নঃ কৃধীশ ভগবন্সি দীননাথঃ ॥ ৮ ॥

শ্রী-অদितिঃ উবাচ—দেবী অদिति বললেন; যজ্ঞ-ঈশ—হে যজ্ঞেশ্বর; যজ্ঞ-পুরুষ—যে পুরুষ সমস্ত যজ্ঞ ভোগ করেন; অচ্যুত—অচ্যুত; তীর্থ-পাদ—যাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত তীর্থ বিরাজ করে; তীর্থ-শ্রবঃ—সমস্ত মহাত্মাদের পরম আশ্রয়রূপে যিনি বিখ্যাত; শ্রবণ—যাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ; মঙ্গল—মঙ্গলজনক; নামধেয়—তাঁর নাম কীর্তনও মঙ্গলময়; আপন্ন—শরণাগত; লোক—মানুষদের; বৃজিন—ভয়ঙ্কর জড় স্থিতি; উপশম—উপশম করে; উদয়—যিনি আবির্ভূত হয়েছেন; আদ্য—আদি পুরুষ ভগবান; শম্—মঙ্গল; নঃ—আমাদের; কৃধি—দয়া করে প্রদান করুন; ঈশ—হে পরমেশ্বর; ভগবন্—হে ভগবান; অসি—আপনি হন; দীন-নাথঃ—দীনজনদের একমাত্র আশ্রয়।

অনুবাদ

দেবী অদिति বললেন—হে যজ্ঞেশ্বর! হে যজ্ঞপুরুষ! হে অচ্যুত! হে পুণ্যকীর্তে! হে শ্রবণমঙ্গল নামধারী! হে ভগবান! হে পরমেশ্বর! হে তীর্থপাদ! বিপন্ন জনগণের দুঃখ উপশমের জন্য আবির্ভূত দীননাথ আপনি আমাদের মঙ্গলবিধান করুন।

তাৎপর্য

যাঁরা ব্রত এবং তপস্যা পালন করেন ভগবান তাঁদের প্রভু, এবং তিনি তাঁদের উপর তাঁর কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ করেন। তাঁর ভক্ত আজীবন তাঁর আরাধনা করেন, কারণ তিনি কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। ভগবদ্গীতায় (৯/৩১) তিনি বলেছেন, কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যাতি—“হে কৌন্তেয়, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।” এখানে ভগবানকে অচ্যুত বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। যারা ভগবদ্ভক্ত বিদ্বেষী, তারা ভগবানের কৃপায় অবশ্যই বিনষ্ট হবে। ভগবান গঙ্গার উৎস, এবং তাই তাঁকে এখানে তীর্থপাদ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত তীর্থস্থানগুলি

তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত, অথবা তিনি তাঁর চরণকমলের দ্বারা যা কিছু স্পর্শ করেন, তাই তীর্থস্থানে পরিণত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভগবদ্গীতা শুরু হয়েছে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে পদ দুটির দ্বারা। ভগবান যেহেতু কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন, সেই জন্য কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তাই ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত ছিল। যে স্থানে ভগবান তাঁর লীলাবিলাস করেন, যেমন বৃন্দাবন অথবা দ্বারকা, সেই স্থানই তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, এবং তা শ্রবণকারী ও কীর্তনকারীর সৌভাগ্য বিস্তার করে। ভগবানের উপস্থিতির ফলে অদিতির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, দৈত্যেরা যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, এখন তার সমাপ্তি হবে।

শ্লোক ৯

বিশ্বায় বিশ্বভবনস্থিতিসংঘমায়

স্বৈরং গৃহীতপুরুশক্তিগুণায় ভূম্নে ।

স্বস্থায় শশ্বদুপবংহিতপূর্ণবোধ-

ব্যাপাদিতাত্মতমসে হরয়ে নমস্তে ॥ ৯ ॥

বিশ্বায়—বিশ্বরূপ ভগবানকে; বিশ্ব—বিশ্বের; ভবন—সৃষ্টি; স্থিতি—পালন; সংঘমায়—এবং সংহার; স্বৈরম্—পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; গৃহীত—হস্তে গ্রহণ করে; পুরু—পূর্ণরূপে; শক্তি-গুণায়—জড়া প্রকৃতির তিনগুণ নিয়ন্ত্রণ করে; ভূম্নে—মহত্তম; স্বস্থায়—যিনি সর্বদা তাঁর আদি রূপে অবস্থিত; শশ্বৎ—নিত্য; উপবংহিত—প্রাপ্ত হয়ে; পূর্ণ—পূর্ণ; বোধ—জ্ঞান; ব্যাপাদিত—সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে; আত্ম-তমসে—আপনার মায়া; হরয়ে—ভগবানকে; নমস্তে—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সর্বব্যাপক বিশ্বরূপ, এবং এই বিশ্বের পূর্ণ স্বতন্ত্র স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। যদিও আপনি জড় তত্ত্বে আপনার শক্তি নিযুক্ত করেন, তবুও আপনি সর্বদা আপনার আদি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন এবং কখনও সেই স্থিতি থেকে বিচ্যুত হন না। কারণ আপনার জ্ঞান অচ্যুত এবং আপনি সর্বদাই যে কোন পরিস্থিতির উপযুক্ত। আপনি কখনও মায়ার দ্বারা মোহিত হন না। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ২/১১৭) বলা হয়েছে—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস ।

ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥

পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তি লাভের প্রয়াসী ব্যক্তিকে অবশ্যই ভগবানের মহিমা যতদূর সম্ভব জানতে হবে। এখানে অদिति সেই সমস্ত মহিমার ইঙ্গিত করছেন। এই বিশ্ব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—ময়া ততমিদং সর্বম্। এই বিশ্বে আমরা যা কিছু দেখি তা সবই ভগবানের শক্তির বিস্তার, ঠিক যেমন ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত সূর্যের কিরণ এবং তাপ সূর্যের বিস্তার। কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, কারণ পূর্ণজ্ঞানময় ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন, বিশেষ করে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন বলে তিনি বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে সে আর কখনও মোহাচ্ছন্ন হয় না।

শ্লোক ১০

আয়ুঃ পরং বপুরভীষ্টমতুল্যালক্ষ্মী-

দ্যোভূরসাঃ সকলযোগগুণাস্ত্রিবর্গঃ ।

জ্ঞানং চ কেবলমনস্ত ভবন্তি তুষ্টাং

ত্বন্তো নৃণাং কিমু সপত্নজয়াদিরাশীঃ ॥ ১০ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; পরম্—ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ; বপুঃ—বিশেষ প্রকার শরীর; অভীষ্টম্—জীবনের লক্ষ্য; অতুল্য-লক্ষ্মীঃ—জগতের অতুলনীয় ঐশ্বর্য; দ্যো—স্বর্গলোক; ভূ—ভূলোক; রসাঃ—রসাতল; সকল—সর্বপ্রকার; যোগ-গুণাঃ—অষ্ট যোগসিদ্ধি; ত্রিবর্গঃ—ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ; জ্ঞানম্—দিব্যজ্ঞান; চ—এবং; কেবলম্—পূর্ণ; অনন্ত—হে অনন্ত; ভবন্তি—সব কিছু সম্ভব হয়; তুষ্টাং—আপনার সন্তুষ্টির ফলে; ত্বন্তো—আপনার থেকে; নৃণাম্—সমস্ত জীবদের; কিম্ উ—কি কথা; সপত্ন—শত্রু; জয়—জয়; আদিঃ—এবং অন্যেরা; আশীঃ—এই প্রকার আশীর্বাদ।

অনুবাদ

হে অনন্ত! আপনি সন্তুষ্ট হলে ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু, স্বর্গ, মর্ত্য অথবা পাতালে ইচ্ছানুরূপ দেহ, অতুলনীয় ঐশ্বর্য, ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ, পূর্ণ দিব্য জ্ঞান এবং অষ্ট যোগসিদ্ধি অনায়াসে লাভ হতে পারে। অতএব শত্রুজয়ের মতো তুচ্ছ লাভের কি আর কথা।

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

অদিত্যেবং স্তুতো রাজন্ ভগবান্ পুষ্করেক্ষণঃ ।

ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানামিতি হোবাচ ভারত ॥ ১১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; অদিত্যা—অদিতির দ্বারা; এবম্—এই প্রকার; স্তুতঃ—পূজিত হয়ে; রাজন্—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); ভগবান্—ভগবান; পুষ্কর-ঈক্ষণঃ—কমলনয়ন; ক্ষেত্রজ্ঞঃ—পরমাত্মা; সর্ব-ভূতানাম্—সমস্ত জীবের; ইতি—এইভাবে; হ—বস্তুতপক্ষে; উবাচ—উত্তর দিয়েছিলেন; ভারত—হে ভারত-বংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! হে ভারত! সর্বভূতের পরমাত্মা কমললোচন ভগবান অদিতির দ্বারা এইভাবে স্তুত হয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১২

শ্রীভগবানুবাচ

দেবমাতর্ভবত্যা মে বিজ্ঞাতং চিরকাল্ষিতম্ ।

যৎ সপত্নৈর্হৃতশ্রীণাং চ্যাবিতানাং স্বধামতঃ ॥ ১২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; দেব-মাতর্—হে দেবমাতা; ভবত্যাঃ—তোমার; মে—আমার দ্বারা; বিজ্ঞাতম্—বুঝতে পেরেছি; চির-কাল্ষিতম্—দীর্ঘকাল আপনি যা বাসনা করেছেন; যৎ—যেহেতু; সপত্নৈঃ—শত্রুদের দ্বারা; হৃত-শ্রীণাম্—সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত পুত্রদের; চ্যাবিতানাম্—পরাজিত; স্ব-ধামতঃ—তাদের বাসস্থান থেকে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে দেবমাতা! শত্রুদের দ্বারা হৃতসম্পদ এবং বাসস্থান থেকে বিচ্যুত তোমার পুত্রদের মঙ্গলের জন্য দীর্ঘকাল ধরে যে বাসনা তুমি তোমার মনের মধ্যে পোষণ করেছ তা আমি জানি।

তাৎপর্য

ভগবান সকলের হৃদয়ে, বিশেষ করে ভক্তদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে তিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত বিপদে সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ, তাই কিভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে তা তিনি জানেন, এবং তিনি তাঁর ভক্তের কষ্ট দূর করার জন্য যা করণীয় তা করেন।

শ্লোক ১৩

তান্‌ বিনির্জিত্য সমরে দুর্মদানসুরষভান্‌ ।

প্রতিলঙ্ঘয়শ্রীভিঃ পুত্রৈরিচ্ছসুপাসিতুন্‌ ॥ ১৩ ॥

তান্‌—তাদের; বিনির্জিত্য—পরাজিত করে; সমরে—যুদ্ধে; দুর্মদান্‌—মদোদ্ধত; অসুর-ঋষভান্‌—অসুর নায়কদের; প্রতিলঙ্ঘ—পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে; জয়—জয়; শ্রীভিঃ—এবং ঐশ্বর্য; পুত্রৈঃ—তোমার পুত্রগণ সহ; ইচ্ছসি—তুমি বাসনা করছ; উপাসিতুন্‌—একত্রিত হয়ে আমার পূজা করতে।

অনুবাদ

হে দেবী! আমি বুঝতে পারছি যে, তুমি মদোদ্ধত অসুরশ্রেষ্ঠদের যুদ্ধে জয় করে, তোমার বাসস্থান এবং ঐশ্বর্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে তোমার পুত্রগণ সহ আমার পূজা করতে ইচ্ছা করছ।

শ্লোক ১৪

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠৈঃ স্বতনয়ৈর্হতানাং যুধি বিদ্বিষাম্‌ ।

স্ত্রিয়ো রুদন্তীরাসাদ্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি দুঃখিতাঃ ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র-জ্যেষ্ঠৈঃ—ইন্দ্র যাঁদের জ্যেষ্ঠ; স্ব-তনয়ৈঃ—তোমার পুত্রদের দ্বারা; হতানাম্‌—যাঁরা নিহত হয়েছে; যুধি—যুদ্ধে; বিদ্বিষাম্‌—শত্রুদের; স্ত্রিয়ঃ—পত্নীগণ;

রুদন্তীঃ—শোক করতে; আসাদ্য—তাদের পতিদের মৃতদেহের কাছে এসে; দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি—তুমি দেখতে ইচ্ছা কর; দুঃখিতাঃ—অত্যন্ত দুঃখিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র যাঁদের জ্যেষ্ঠ সেই পুত্রদের দ্বারা যুদ্ধে নিহত শত্রুদের পত্নীগণকে তাঁদের মৃত পতির সামনে এসে বিলাপ করতে দেখার বাসনা করেছ।

শ্লোক ১৫

আত্মজান্ সুসমৃদ্ধাংস্ত্বং প্রত্যাহৃতযশঃশ্রিয়ঃ ।

নাকপৃষ্ঠমধিষ্ঠায় ক্রীড়তো দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১৫ ॥

আত্ম-জান্—তোমার পুত্রেরা; সুসমৃদ্ধান্—পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য সমন্বিত; ত্বম্—তুমি; প্রত্যাহৃত—পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে; যশঃ—যশ; শ্রিয়ঃ—ঐশ্বর্য; নাক-পৃষ্ঠম্—স্বর্গরাজ্যে; অধিষ্ঠায়—অবস্থিত; ক্রীড়তঃ—তাঁদের জীবন উপভোগ করে; দ্রষ্টুম্—দর্শন করতে; ইচ্ছসি—তুমি বাসনা করছ।

অনুবাদ

তোমার যে পুত্রেরা যশ এবং শ্রী হারিয়েছে, সেই পুত্রেরা সুসমৃদ্ধ হয়ে স্বর্গলোকে পুনরায় বাস করুক—তা তুমি দেখতে ইচ্ছা করছ।

শ্লোক ১৬

প্রায়োহধুনা তেহসুরযুথনাথা

অপারণীয়া ইতি দেবি মে মতিঃ ।

যৎ তেহনুকুলেশ্বরবিপ্রগুপ্তা

ন বিক্রমস্তত্র সুখং দদাতি ॥ ১৬ ॥

প্রায়ঃ—প্রায়; অধুনা—এখন; তে—তারা সকলে; অসুর-যুথনাথাঃ—অসুর নায়কেরা; অপারণীয়াঃ—অজেয়; ইতি—এইভাবে; দেবী—হে মাতা অদिति; মে—আমার; মতিঃ—অভিমত; যৎ—যেহেতু; তে—সমস্ত অসুরেরা; অনুকূল-ঈশ্বর-বিপ্র-গুপ্তাঃ—ব্রাহ্মণদের দ্বারা সুরক্ষিত, যাঁদের অনুগ্রহের ফলে ঈশ্বর সর্বদা উপস্থিত থাকেন; ন—না; বিক্রমঃ—শক্তির ব্যবহার; তত্র—সেখানে; সুখম্—সুখ; দদাতি—দিতে পারে।

অনুবাদ

হে দেবমাতা! আমার মনে হয় যে, সমস্ত অসুর যুথপতিরই প্রায় অজেয়, কারণ, ভগবান যাঁদের সর্বদা অনুগ্রহ করেন সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁরা সুরক্ষিত। তাই তাঁদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করা এখন সুখের কারণ হবে না।

তাৎপর্য

কেউ যখন ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের দ্বারা অনুগ্রহীত হন, তখন কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারে না। কেউ যখন ব্রাহ্মণদের দ্বারা সুরক্ষিত হন, তখন ভগবানও সেই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেন না। বলা হয়, গোব্রাহ্মণহিতায় চ—ভগবান সর্বপ্রথমে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের হিত সাধনে উন্মুখ থাকেন। তাই ব্রাহ্মণেরা যদি কারও অনুকূল হন, তখন ভগবানও সেখানে হস্তক্ষেপ করেন না, এবং এই প্রকার ব্যক্তির সুখে কেউ বাধা দিতে পারে না।

শ্লোক ১৭

অথাপ্যুপায়ো মম দেবি চিন্ত্যঃ

সন্তোষিতস্য ব্রতচর্যয়া তে ।

মমার্চনং নারহীতি গন্তুমন্যথা

শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

অথ—অতএব; অপি—এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও; উপায়ঃ—কোন উপায়; মম—আমার দ্বারা; দেবি—হে দেবী; চিন্ত্যঃ—চিন্তা করতে হবে; সন্তোষিতস্য—অত্যন্ত সন্তুষ্ট; ব্রত-চর্যয়া—ব্রত আচরণ; তে—তোমার দ্বারা; মম অর্চনম্—আমার অর্চনা; ন—কখনই না; অহীতি—যোগ্য; গন্তুম্ অন্যথা—অন্যথা হওয়ার; শ্রদ্ধা-অনুরূপম্—শ্রদ্ধা অনুসারে; ফল—ফলের; হেতুকত্বাৎ—কারণ হেতু।

অনুবাদ

হে দেবী অদिति! তবুও যেহেতু আমি তোমার ব্রত অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হয়েছি, তাই তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্য আমাকে কোন উপায় অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। কারণ আমার অর্চনা কখনই বিফল হয় না—তা অবশ্যই অনুষ্ঠানকারীর বাসনানুরূপ ফল প্রদান করে।

শ্লোক ১৮

ত্বয়ার্চিতশ্চাহমপত্যগুপ্তয়ে

পয়োব্রতেনানুগুণং সমীড়িতঃ ।

স্বাংশেন পুত্রত্বমুপেত্য তে সুতান্

গোপ্তাস্মি মারীচতপস্যধিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮ ॥

ত্বয়া—তোমার দ্বারা; অর্চিতঃ—পূজিত হয়ে; চ—ও; অহম্—আমি; অপত্য-
গুপ্তয়ে—তোমার পুত্রদের রক্ষা করে; পয়ঃব্রতেন—পয়োব্রতের দ্বারা; অনুগুণম্—
যতদূর সম্ভব; সমীড়িতঃ—যথাযথভাবে পূজিত; স্ব-অংশেন—আমার অংশের দ্বারা;
পুত্রত্বম্—তোমার পুত্র হয়ে; উপেত্য—এই সুযোগ গ্রহণ করে; তে সুতান্—তোমার
অন্য পুত্রদের; গোপ্তা অস্মি—আমি রক্ষা করব; মারীচ—কশ্যপ মুনির; তপসি—
তপস্যায়; অধিষ্ঠিতঃ—স্থিত।

অনুবাদ

তোমার পুত্রদের রক্ষা করার জন্য তুমি পয়োব্রত পালন করে যথাযথভাবে আমার
পূজা করেছে এবং স্তব করেছে। অতএব আমি কশ্যপ মুনির তপস্যায় স্থিত হয়ে
স্বাংশে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করব এবং তোমার অন্য পুত্রদের রক্ষা করব।

শ্লোক ১৯

উপধাব পতিং ভদ্রে প্রজাপতিমকল্মষম্ ।

মাং চ ভাবয়তী পত্যাবেবংরূপমবস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

উপধাব—ভজনা কর; পতিম্—তোমার পতির; ভদ্রে—হে কল্যাণী; প্রজাপতিম্—
যিনি একজন প্রজাপতি; অকল্মষম্—তাঁর তপস্যার প্রভাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ; মাম্—
আমাকে; চ—ও; ভাবয়তী—চিন্তা করে; পতৌ—তোমার পতির অন্তরে; এবম্—
এইভাবে; রূপম্—রূপ; অবস্থিতম্—অবস্থিত।

অনুবাদ

আমি তোমার পতি কশ্যপের শরীরে অবস্থিত আছি, এইভাবে সর্বদা আমাকে
চিন্তা করে তোমার পতির ভজনা কর, যিনি তাঁর তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধ হয়েছেন।

শ্লোক ২০

নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্ঠয়াপি কথঞ্চন ।

সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্ ॥ ২০ ॥

ন—না; এতৎ—এই; পরস্মৈ—অন্যের কাছে; আখ্যেয়ম্—প্রকাশনীয়; পৃষ্ঠয়া—অপি—জিজ্ঞাসা করলেও; কথঞ্চন—কারও দ্বারা; সর্বম্—সব কিছু; সম্পদ্যতে—সফল হয়; দেবি—হে দেবী; দেব-গুহ্যম্—দেবতাদের কাছেও অত্যন্ত গোপনীয়; সু-সংবৃতম্—অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়েছে।

অনুবাদ

হে দেবী! কেউ জিজ্ঞাসা করলেও এই বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ করো না। অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় গোপন রাখলেই তা সফল হয়।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ

এতাবদুক্তা ভগবাংস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।

অদিতিদূর্লভং লব্ধ্বা হরের্জন্মান্বনি প্রভোঃ ।

উপাধাবৎ পতিং ভক্ত্যা পরয়া কৃতকৃত্যবৎ ॥ ২১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এতাবৎ—এইভাবে; উক্তা—(তাঁকে) বলে; ভগবান্—ভগবান; তত্র এব—সেই স্থানে; অন্তঃ-অধীয়ত—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; অদितिঃ—অদिति; দূর্লভম্—অত্যন্ত দুর্লভ; লব্ধ্বা—প্রাপ্ত হয়ে; হরেঃ—ভগবানের; জন্ম—জন্ম; আত্মনি—নিজের মধ্যে; প্রভোঃ—ভগবানের; উপাধাবৎ—তৎক্ষণাৎ গিয়েছিলেন; পতিম্—তাঁর পতির কাছে; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; পরয়া—মহান; কৃত-কৃত্য-বৎ—নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা বলে ভগবান সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন, এই দুর্লভ বর লাভ করে অদिति কৃতার্থ হয়েছিলেন, এবং পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

স বৈ সমাধিযোগেন কশ্যপস্তদবুধ্যত ।

প্রবিষ্টমাত্মনি হরেরংশং হ্যবিতথেক্ষণঃ ॥ ২২ ॥

সঃ—কশ্যপ মুনি; বৈ—বস্তুতপক্ষে; সমাধি-যোগেন—যোগসমাধির দ্বারা; কশ্যপঃ—কশ্যপ মুনি; তৎ—তখন; অবুধ্যত—বুঝতে পেরেছিলেন; প্রবিষ্টম্—প্রবিষ্ট হয়েছেন; আত্মনি—তঁার আত্মায়; হরেঃ—ভগবানের; অংশম্—অংশ; হি—বস্তুতপক্ষে; অবিতথ-ঈক্ষণঃ—যাঁর দৃষ্টি কখনও ব্যর্থ হয় না।

অনুবাদ

অব্যর্থদৃষ্টি কশ্যপ মুনি সমাধিযোগে দর্শন করেছিলেন যে, ভগবানের অংশ তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

শ্লোক ২৩

সোহদিত্যাং বীর্যমাধত্ত তপসা চিরসংভূতম্ ।

সমাহিতমনা রাজন্ দারুণ্যগ্নিং যথানিলঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—কশ্যপ; অদিত্যাম্—অদিতির গর্ভে; বীর্যম্—বীর্য; আধত্ত—স্থাপন করেছিলেন; তপসা—তপস্যার দ্বারা; চির-সংভূতম্—দীর্ঘকাল সঞ্চিত; সমাহিতমনাঃ—ভগবানের ধ্যানে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; রাজন্—হে রাজন্; দারুণি—কাঠে; অগ্নিম্—আগুন; যথা—যেমন; অনিলঃ—বায়ু।

অনুবাদ

বায়ু যেমন দুটি কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে ঘর্ষণ করিয়ে আগুন উৎপাদন করে, তেমনই ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন কশ্যপ মুনি অদিতির গর্ভে তাঁর তেজ সংস্থাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বায়ুর দ্বারা দুটি কাষ্ঠের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে দাবানল জ্বলে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এই আগুন কাষ্ঠের নয় এবং বায়ুরও নয়; তা তাদের থেকে সর্বদাই ভিন্ন। তেমনই এখানে বুঝতে হবে যে, কশ্যপ মুনি এবং অদিতির মিলন সাধারণ মানুষের মৈথুনের

মতো ছিল না। মানুষের মৈথুনজনিত বীর্যস্থলনের সঙ্গে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি সর্বদাই এই প্রকার যৌন সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, সমোহং সর্বভূতেষু—“আমি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী।” কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং উৎপাত সৃষ্টিকারী অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান অদিতির গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। তাই এটি ভগবানের চিন্ময় লীলাবিলাস। এই সম্বন্ধে ভুল বোঝা উচিত নয়। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনের ফলে যেভাবে সাধারণ মানব-সন্তানের জন্ম হয়, সেইভাবে ভগবান অদিতির পুত্রত্ব বরণ করেছিলেন।

এই মতবিরোধের যুগে জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখানে বিশ্লেষণ করা উপযুক্ত হবে। আত্মা বা জীব মানুষের বীর্য বা ক্রমকোষ থেকে ভিন্ন। বদ্ধ জীবের যদিও স্ত্রী-পুরুষের প্রজনন কোষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তবুও তার কর্ম অনুসারে তাকে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে স্থাপন করা হয় (কর্মণা দৈবনেত্রেণ)। রজঃ এবং বীর্য থেকে জীবন উৎপন্ন হয় না, তা সব রকম জড় উপাদান থেকে স্বতন্ত্র, সেই কথা বিস্তারিতভাবে ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে। জীব কোন জড় প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত নয়—আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, তীক্ষ্ণ অস্ত্র তাকে কাটতে পারে না, জল তাকে ভেজাতে পারে না, এবং বায়ু তাকে শুকাতে পারে না। সে সমস্ত জড় উপাদান থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, কিন্তু উচ্চতর অধিকারীদের ব্যবস্থাপনায় সে জড় তত্ত্বের মধ্যে স্থাপিত হয়। সে সর্বদাই জড় সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র (অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ) কিন্তু যেহেতু জড় পরিস্থিতিতে স্থাপিত হয়েছে, তাই সে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়া ভোগ করে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥

“জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত জীব প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।” (ভগবদ্গীতা ১৩/২২) জীব যদিও সমস্ত জড় উপাদান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তবুও সে জড় পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়, এবং তার ফলে তাকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ২৪

অদিতৈর্ধিষ্ঠিতং গর্ভং ভগবন্তং সনাতনম্ ।

হিরণ্যগর্ভো বিজ্ঞায় সমীড়ে গুহ্যনামভিঃ ॥ ২৪ ॥

অদিতেঃ—অদিতির গর্ভে; ধিষ্ঠিতম্—অধিষ্ঠিত; গর্ভম্—গর্ভ; ভগবন্তম্—ভগবানকে; সনাতনম্—যিনি নিত্য; হিরণ্যগর্ভঃ—ব্রহ্মা; বিজ্জায়—তা জেনে; সমীড়ে—স্তব করেছিলেন; গুহ্য-নামভিঃ—দিব্য নামের দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তখন তিনি ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করে তাঁর স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান (অণুস্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্)। তাই কেউ যখন তাঁর দিব্যনাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করেন, তখন এই সংকীর্তনের ফলে ভগবান আপনা থেকেই প্রসন্ন হন। এমন নয় যে ভগবান অনুপস্থিত রয়েছেন; তিনি সর্বত্র উপস্থিত এবং ভক্তের দ্বারা ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ কোন জড় শব্দ নয়। তাই ভগবান স্বভাবতই প্রসন্ন হন। ভক্ত জানেন যে ভগবান সর্বত্র উপস্থিত, এবং তাঁর পবিত্র নাম কীর্তনের দ্বারাই কেবল তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা যায়।

শ্লোক ২৫

শ্রীব্রহ্মোবাচ

জয়োরুগায় ভগবনুরুক্রম নমোহস্ত তে ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ত্রিগুণায় নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা স্তব করেছিলেন; জয়—জয় হোক; উরুগায়—যাঁর মহিমা নিরন্তর কীর্তিত হয় সেই ভগবানকে; ভগবন্—হে ভগবান; উরুক্রম—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত মহিমান্বিত; নমঃ অস্ত তে—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম; ব্রহ্মণ্য-দেবায়—ব্রহ্মণ্যদেবকে; ত্রি-গুণায়—ত্রিগুণের নিয়ন্তাকে; নমঃ নমঃ—আমি বার বার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান, আপনার জয় হোক! আপনার কার্যকলাপ অসাধারণ এবং সকলেই আপনার মহিমা কীর্তন করে। হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে ত্রিগুণাধীশ, আপনাকে আমি বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৬

নমস্তে পুশ্ণিগর্ভায় বেদগর্ভায় বেধসে ।

ত্রিনাভায় ত্রিপৃষ্ঠায় শিপিবিষ্টায় বিষমবে ॥ ২৬ ॥

নমঃ তে—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; পুশ্ণি-গর্ভায়—যিনি পূর্বে পুশ্ণির (অদিতির পূর্বজন্মে) গর্ভে বাস করেছিলেন; বেদ-গর্ভায়—যিনি সর্বদা বৈদিক জ্ঞানে বিরাজ করেন; বেধসে—জ্ঞানময়; ত্রি-নাভায়—যাঁর নাভি থেকে উদ্ভূত কমলের নালে ত্রিভুবন বিরাজ করে; ত্রি-পৃষ্ঠায়—যিনি ত্রিভুবনের অতীত; শিপি-বিষ্টায়—যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন; বিষমবে—সর্বব্যাপ্ত ভগবানকে।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের হৃদয়ে যিনি অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট হয়েছেন, সেই সর্বব্যাপ্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ত্রিভুবন তাঁর নাভিতে বিরাজ করে, তবুও তিনি ত্রিভুবনের অতীত। পূর্বে আপনি পুশ্ণির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে পরম স্রষ্টা, যাকে কেবল বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৭

ত্বমাদিরন্তো ভুবনস্য মধ্য-

মনস্তশক্তিং পুরুষং যমাহঃ ।

কালো ভবানাক্ষিপতীশ বিশ্বং

স্ত্রোতো যথাস্তঃপতিতং গভীরম্ ॥ ২৭ ॥

ত্বম্—আপনি; আদিঃ—আদি কারণ; অন্তঃ—প্রলয়ের কারণ; ভুবনস্য—বিশ্বের; মধ্যম্—এই জগতের পালন; অনন্ত-শক্তিম্—অন্তহীন শক্তির উৎস; পুরুষম্—পরম পুরুষ; যম্—যাঁকে; আহঃ—বলা হয়; কালঃ—কাল; ভবান্—আপনি; অক্ষিপতি—আকর্ষণ করে; ঈশ—ভগবান; বিশ্বম্—সমগ্র জগৎ; স্ত্রোতঃ—তরঙ্গ; যথা—যেমন; অন্তঃ পতিতম্—জলের ভিতর পতিত; গভীরম্—অত্যন্ত গভীর।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি ত্রিভুবনের আদি, মধ্য এবং অন্ত। বেদে আপনি অনন্ত শক্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানরূপে পূজিত। হে প্রভু, গভীর স্রোত যেমন তৃণ, পল্লব

আদি আকর্ষণ করে, তেমনই আপনি কালরূপে এই জগতের সকলকে আকর্ষণ করেন।

তাৎপর্য

কালকে কখনও কখনও কালস্রোত অর্থাৎ কালস্রোত বলে বর্ণনা করা হয়। এই জড় জগতে সব কিছুই কালের অধীন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি এই কালের স্রোতে সব কিছু প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ২৮

ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং

প্রজাপতীনামসি সন্তুবিষ্ণুঃ ।

দিবৌকসাং দেব দিবশ্চ্যুতানাং

পরায়ণং নৌরিব মজ্জতোহশু ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি; বৈ—বস্তুতপক্ষে; প্রজানাং—সমস্ত জীবদের; স্থির-জঙ্গমানাম্—স্থাবর অথবা জঙ্গম; প্রজাপতীনাম্—সমস্ত প্রজাপতিদের; অসি—আপনি হন; সন্তুবিষ্ণুঃ—সকলের জনক; দিব-ওকসাম্—স্বর্গবাসীদের; দেব—হে পরমেশ্বর; দিবঃ চ্যুতানাম্—স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট দেবতাদের; পরায়ণম্—পরম আশ্রয়; নৌঃ—নৌকা; ইব—সদৃশ; মজ্জতঃ—নিমজ্জমান; অশু—জলে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি স্থাবর অথবা জঙ্গম সমস্ত জীবের আদি জনক। আপনি প্রজাপতিদের জনক। হে প্রভু, নৌকা যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির একমাত্র ভরসা, তেমনই আপনি স্বর্গব্রহ্ম দেবতাদের একমাত্র আশ্রয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ভগবানের অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।